R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG 112 Regd. No. WB/MSD—4

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যান্ড কোং লিঃ
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

আপনার জীবনের
প্রতিদিনের সঙ্গী
হকিন্স প্রেসার কুকার
অনুমোদিত ডিলার এবং
সুদক্ষ সার্ভিস সেন্টার
প্রভাত স্টোর
(দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন—৫৩)

৭৮ বর্ষ ২৫শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ, ২৬শে কার্ত্তিক, ১৩৯৮ সাল, বুধবার ১৩ই নভেম্বর, ১৯৯১ সাল। | নগদ মূল্য—৫০ পয়সা বার্ষিক—২৫ টাকা

প্রশাসনিক ঢিলেমিতে ইভটিজিং বাড়ছে

রঘুনাথগঞ্জ ঃ স্থানীয় শহরের বেশ কিছু রাস্তার মোড় সকাল সন্ধ্যেয় ইভটিজারদের আস্তানা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য কয়েক বছর আগে মহকুমা শাসক ও মহকুমা পুলিশ প্রশাসক এই সব স্বঘোষিত মাস্তানদের টিট করেছিলেন। কিন্তু তারপর থেকেই প্রশাসনকে হঠাৎ ঢিলেমিতে পেয়ে বসেছে। ফলে পয়সাওয়ালা ঘরের কিছু যুবকের সমর্থনে তাদের সঙ্গীসাথীরা বেপড়োয়াভাবে বেলাল্লাপনা শুরু করেছে। আমাদের দপ্তরে কয়েকজন অভিযোগ জানান যে শহরের ফাঁসিতলায়, প্রয়াত রোহিণী-বাবু কবিরাজের বাড়ীর সামনে পুরসভার কালভার্ট, বিভূতিবাবু উকিলের বাড়ীর পশ্চিমে ঘেরা বাঁধানো গাছেরতলা, মহকুমা শাসকের অফিস চত্বরের সম্মুখে বটতলা, ফাঁড়ির সামনের ঢপ, ম্যাকেঞ্জীর সামনের বেআইনী নির্মিত চা ও মিষ্টির দোকান, বড় ডাকখানার প্রবেশপথের বাঁধানো বেঞ্চ এই সব মাস্তানদের আড্ডা। এছাড়া স্থানীয় পুর-সভার লাগোয়া বটতলা ও সদরঘাটতো আছে। সম্প্রতি তহবাজারের মুখে চায়ের দোকানটিতেও একটি সান্ধ্য আড্ডা জমজমাট। অপরদিকে ড্রাগস্ ও লিকারের চোরা আমদানী ও বিক্রির প্রধান কেন্দ্র হয়ে পড়েছে ফুলতলা থেকে হাসপাতালের পাশ দিয়ে মানুষচলা রাজপথের দুধারে ম্যাকেঞ্জিপার্ক পর্যন্ত চা ও মিষ্টির ঢপগুলি। এখানে চাইলে কোকেনও পাওয়া যায় বলে জানা যায়। ইভটিজারস'দের দৌরাত্ম্যে এখানে সন্ধ্যে ও দুরের কথা নির্জন দুপুরেও মেয়েদের যাতায়াত করা বিপজ্জনক। প্রশাসন ক্লীব হয়ে পড়ায় এই দৌরাত্ম্য ক্রমশই বাড়তির মুখে।

পঞ্চায়েত সভাপতি খুশীমত কাজ করছেন বলে অভিযোগ

সাগরদীঘি ঃ এই ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিত্যসন্তোষ চৌধুরী নিজের খেয়াল খুশীমত কাজ করছেন বলে ব্লকের অধিবাসীরা আমাদের প্রতিনিধিকে জানান। এই অভিযোগে তাঁরা বলেন গত আষাঢ় মাসে কলাই এর মিনিকিট তিনি চাষীদের না দিয়ে দলীয় ক্যাডারদের মধ্যে বিলি করেন। ক্যাডাররা কেউই চাষী না হওয়ায় তাঁরা ঐ সব মিনিকিট খেয়ে ফেলেন বলে জানা যায়। অধিবাসীরা বলেন যদি সভাপতি তাঁদের দলীয় চাষীদেরও এই মিনিকিট বিলি করতেন তাহলেও ফসল ফলে স্থানীয় মানুষদেরই উপকার হত। কিন্তু সভাপতির খেয়ালে সরকারী প্রচেষ্টার ভরাডুবি হলো। অপরদিকে আরোও জানা যায় গত ৩১ অক্টোবর সভাপতি একটি জীপ সরকারী খরচে ভাড়া নিয়ে এসডিও অফিসে যান। কথা ছিল ঐ জীপেই ব্লকের কয়েকজন কর্মী নির্বাচন সংক্রান্ত কাগজপত্র নিয়ে এসডিও অফিস থেকে সাগরদীঘি বিডিও অফিসে আসবেন। কিন্তু সভাপতি ফেরার পথে তাঁদের ঐ জীপে উঠতে বাধা দেন। অগত্যা অন্য জীপ ভাড়া করে কাগজপত্র আনতে হয়। সভাপতির এই খেয়ালের জন্য সরকারকে অযথা আর একটি জীপের খরচা বহন করতে হয়।

তিন তামিল ধৃত

রঘুনাথগঞ্জ ঃ ১৩ নভেম্বর স্থানীয় পুলিশ ৩ জন তামিলকে গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছ থেকে প্রায় ৩৫ হাজার টাকা পাওয়া যায়। সন্দেহ এরা বাংলাদেশ থেকে চোরা পথে আসা আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহে এখানে আসে। পুলিশ তদন্ত চলছে। উচ্চ পর্যায়ে তদন্তের স্বার্থে পুলিশ থেকে খবর গোপন রাখা হচ্ছে।

রহস্যজনক চুরি

সাগরদীঘি ঃ গত ৮ নভেম্বর রাতে স্থানীয় ব্যবসাদার উমলকচাঁদ মানিক চাঁদের গদীতে এক রহস্যজনক চুরি হয়। অভিযোগ দুর্বৃত্তরা দোকানের তালা খুলে ঘরের ভেতরের সিন্দুকে রাখা নগদ ৫২ হাজার টাকা ও প্রায় ৪৫ ভরি সোনার গহনা চুরি করে। মালিক ভুল ক্রমে সিন্দুকের গায়ে চাবি ঝুলিয়ে রেখে চলে যান বলে খবর। পুলিশ চুরিটিকে বিশেষ রহস্যজনক ঘটনা বলে সন্দেহ করছেন। তদন্ত চলছে।

চোরাচালানের সময় মাল আটক

ধুলিয়ান ঃ গত ৪ নভেম্বর রাত্রি ১০টা নাগাদ ধুলিয়ান গঙ্গার ধারে কাষ্টমস বিভাগের কর্মীরা চোরাই মাল পাচার করার সময় একটি নৌকা আটক করে মাল উদ্ধার করেন। চিনি ময়দা প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী নৌকা বোঝাই হচ্ছিল গঙ্গার ধারের গুদাম থেকে। কাষ্টমসের আসার খবর পেয়ে মাল বোঝাই নৌকা-গুলি পালিয়ে যায়। ১টি নৌকা মাল বোঝাই এর সময় হাতেনাতে ৫ বস্তা চিনি সমেত ধরা পড়ে। (৪ পাতায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার
দার্জিলিঙের চুড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় 'চা ভাণ্ডার' সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন ঃ আর জি জি—১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৯৮ সাল

জনতার বিচার

উপনিষদে একটি গল্প আছে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে কে বড় তাহা লইয়া একবার ঝগড়া শুরু হইয়া গেল। প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গই নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে লাগিলে শুরু হইল পরীক্ষা। সকলেই নিজের নিজের কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া দেখিল, শরীরের বিশেষ ক্ষতি হইল না। তাহা দেখিয়া প্রাণ হাসিতে লাগিল। সে একটু মজা করিবার জন্য শরীর ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম করিতেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ মৃত্যুর জ্বালা অনুভব করিল; তাহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া শরীর ছাড়িয়া না যাইবার জন্য প্রাণের নিকট কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিল।

বর্তমান ভারতবর্ষে অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে বলা চলে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রাণ কোটি কোটি নিরক্ষর বুভুক্ষু অসহায় জনসাধারণকে ভুলিয়া গিয়া কয়েকজন নেতার ধারণা জন্মাইয়াছে যে, তাঁহারাই সব। তাঁহাদের দলই সব। প্রতি বৎসর বন্যার করাল গ্রাসে লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা হইতেছেন, বর্ণ বিদ্বেষের আগুনে দেশের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে, শিক্ষাক্ষেত্রে অদূরদর্শী পরীক্ষা-নিরীক্ষার অশিক্ষার অন্ধকার বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, বেকারীর জ্বালায় লক্ষ লক্ষ যুবক পথভ্রষ্ট হইতেছে, লাইসেন্স নীতির ত্রুটি বিচ্যুতি এবং ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ সংকটের দরুণ শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যাহত হইতেছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণ ত্রাহি ত্রাহি রব তুলিতেছেন, অসামাজিক কাজকর্মের প্রতি ঝোঁক বাড়িতেছে, শাসনযন্ত্র ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হইয়াছে—আর আমাদের নেতারা পোশাকী আস্ফালন করিয়া নিজের নিজের শক্তি পরীক্ষায় মত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা বিস্মৃত হইতেছেন যে, একদিন যে জনতার রায়ে তাঁহারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন সেই জনতার বিচারের সম্মুখীন তাঁহাদিগকে একদিন না একদিন হইতেই হইবে। জনতার বিচার বড় সূক্ষ্ম, নিষ্ঠুর এবং নির্মম।

ফুলতলার প্রস্রাবখানা নরককুণ্ড

—চিত্ত দাস

বহরমপুর থেকে সকাল সাড়ে সাতটার ষ্টেট বাসে রঘুনাথগঞ্জ আসার পথে ঐ বাসেরই কন্ডাক্টার আমাকে সাংবাদিক জেনে বললেন, আচ্ছা বলুন তো, রঘুনাথগঞ্জ শহরে বাস ষ্ট্যান্ডের প্রস্রাবখানা আদৌ কি কোনদিন পরিস্কার করা হয়? উত্তর আমি দিতে পারিনি কারণ আমি তা নিজেও জানি না। তবে আমার বহুবারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো এই যে হয়তো বা কালেভদ্রে পরিস্কার করা হয়ে থাকে তবে তা কোন কারণেই পরিস্কারের সংজ্ঞায় পড়ে না। যখন ঐ প্রস্রাবখানা ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি, তখন দেখেছি প্রস্রাবখানার প্রথম ধাপের পাদানিতে পৌঁছতে হলে মাঝখানে মল ও মূত্রের যে পরিমাণ ওখানে নিয়মিত জমা থাকে, তা অতি উঁচু হিলের জুতো ও পায়ের তলা পর্যন্ত না ভিজিয়ে নিষ্ক্রমণের পথ পায় না। পরস্পর সাজানো দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদানিতে প্রবেশ দুঃসাধ্য। প্রস্রাবের জল ও মলে পূর্ণ পথ একেবারেই অনতিক্রম্য। সুপ্রাচীন জঙ্গীপুর পৌরসভার প্রবেশপথে যাত্রীদের স্বাগত অভিনন্দন জানানোর এই তিক্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে শহরের অভ্যন্তরের দুটো প্রধান রাস্তার কিন্তু সম্পর্ক নেই। আর যাই হোক জেলার অন্যান্য শহরের চেয়ে রঘুনাথগঞ্জ শহরের প্রধান দুটো রাস্তা অনেক বেশী প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন।

রামসেন সেতুর নীচে খড়খড়ি নদীর জলের রং, গভীরতা, উজানভাঁটি সব ঢাকা পড়ে আছে কচুরীপানার অবাধ, অগাধ ও অবাঞ্ছিত বাড়বাড়ন্তের দৌরাত্মে; শুধু কি তাই? বাংলার ছোটলাট এন্টনী ইডেনের অবিস্মরণীয় কীর্তি বহন করছে ভাগীরথীর সঙ্গে একদাযুক্ত খালখাদ। সেখানেও কচুরীপানার মহা সমারোহ। এন্টনী ইডেন একসময় জঙ্গীপুরের ভারপ্রাপ্ত রাজপুরুষ ছিলেন। শহর থেকে মশা নির্মূল করার জন্যে তিনি নদীর সঙ্গে এই খালনালাকে যুক্ত করে দিয়েছিলেন। নদীর জলপ্রবাহে মশা ডিম পাড়ার সুযোগ পেত না। এই খাত খাল খন্দের পুরাকীর্তি এন্টনী ইডেনের নামের সংগে জড়িত থাকার জন্যেই কি জঙ্গীপুর পৌরসভা এই জলাগুলো ভরাটের কথা ভাবতে পারে না? আধুনিক নগর নির্মাণের জন্য বিশ্ব ব্যাংক থেকে সুরু করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের জনকল্যাণ মূলক বিভিন্ন দপ্তর হাত বাড়িয়ে থাকলেও এবং রঘুনাথগঞ্জ শহরে এই পরিকল্পনাগুলোকে কার্যকরী করার মতো যথেষ্ট পরিমাণ জমি থাকলেও, আশ্চর্য ঘটনা, পৌরসভার কোন উদ্যোগ এ ব্যাপারে নেই। আমার মনে হয়, পৌরসদস্য ও পৌরপিতাদের এ সম্পর্কে চিন্তা করার সময় সুযোগ ও সদিচ্ছা কম। কারণগুলোর দিকে যাচ্ছি না। এবং এই সম্পর্কে বেশী কিছু লিখে আমি বিতর্ক ও তিক্ততা সৃষ্টি করতে চাই না।

জঙ্গীপুরের পুরাকীর্তির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া কঠিন, তবে ভাল করে চোখ মেলে তাকালে এবং অতীতের বহু ছিন্নবিচ্ছিন্ন ইতিহাসের ছেঁড়া পাতাগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে, পুরানো নীলকুঠি, রেশমকুঠি, ভাগীরথীর তলায় নিমজ্জিত সাহেবদের কবরখানা মালবোঝাই নৌকা জাহাজের খবরদারীর টোল অফিস, নদী ভাঙ্গনরোধের প্রচেষ্টার কাজকর্ম, সাঁওতাল বিদ্রোহের বিদ্রোহীদের বিচার ও সমকালীন সমাজের আতঙ্ক ও বিস্ময়ের বহু বিবর্ণ ইতিহাস, আধুনিক রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গীপুর শহরকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারে। জঙ্গীপুরের একটা আলাদা কালচার আছে। বরুণদা (বরুণ রায়) একসময় এগিয়ে ছিলেন, সে প্রচেষ্টাও অভিনবত্বের সন্ধান দিয়েছিল, কিন্তু আলোকবর্তিকা কারো হাতে তুলে দিতে চাননি তিনি।

জংগীপুর রঘুনাথগঞ্জের প্রতি আমার একটা অকারণ মমত্ব আছে। সেকারণেই দাবী করি, শহরে ঢোকার মুখে ফুলতলা নামের সংগে সংগতি রেখে অসংখ্য ফুলের গাছ গাছালির সমারোহের উদ্যোগ নেওয়া হোক এবং ফুলতলা নামের সংগে অসংগতিপূর্ণ বাসষ্টাণ্ডের প্রস্রাবখানাটির দিকে নজর দেওয়া

সাক্ষরতা কর্মসূচী

সৌমিত্র সিংহ রায়, ধুলিয়ানঃ সাক্ষরতা অভিযান উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল স্থানীয় পৌরসভা ভবনের সামনে গত ৮ নভেম্বর বিকালে। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জেলা শাসক ডঃ শ্যামল সরকার, জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক এস, সুরেশকুমার, পুরপিতা তরুণ সেন, ভাইস চেয়ারম্যান অশোক সিনহা, প্রাক্তন চেয়ারম্যান সত্যদেব গুপ্ত, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হেমচন্দ্র সাহা, আবদুর রহমান, ডাঃ কালীকুমার গুপ্ত, অজিত কুমার সিংহ, অধ্যাপক তরুণ সেনগুপ্ত, ষষ্ঠীচরণ ঘোষ, কার্ত্তিক চন্দ্র চৌধুরী, কমিশনার আতাউর রহমান, কমিশনার সওদাগর আলী, প্রশান্ত দাস।

ধুলিয়ান পুরসভায় নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ১৩ হাজার ৬৭০ জন(৯ বছরের উর্দ্ধে)। এঁদের সাক্ষর করে তুলতে ১৩৪২ জন শিক্ষক নিযুক্ত হবেন। পঠন পাঠনের সময় সীমা ২০০ ঘন্টা এবং সেটা ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে জুলাই মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে। জেলাশাসক বলেন, এর জন্য ব্যাপক উৎসাহ এবং নিরক্ষর মানুষদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে লাগাতার প্রচার, পদযাত্রা এবং এলাকার সমস্ত মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা দরকার। জেলা শাসক এই প্রতিবেদকের এক প্রশ্নের জবাবে জানান, মুর্শিদাবাদ জেলায় ৬ই কোটী টাকায় (সাড়ে দু কোটী) ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। তিনি প্রতিবেদকের মাধ্যমে সাংবাদিকদের অনুরোধ জানান, সাক্ষরতা অভিযানে সামিল হয়ে লেখালেখি করে প্রচার বাড়িয়ে মানুষের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করার জন্য প্রকাশ্য সভা। শেষে চেয়ারম্যানের ঘরে কমিশনাররা জেলা শাসকের সঙ্গে পুরসভা এবং শহরের নানা সমস্যার কথা আলোচনা করেন। বিজেপি নেতা ষষ্ঠীচরণ ঘোষ ব্যাপক চোরাকারবার বন্ধ করার জন্য জেলা শাসককে অনুরোধ জানান। সিপিএমের কমিশনার ফারুক সেখ এবং কংগ্রেস কমিশনার সওদাগর আলী চোরাকারবার বন্ধ করতে জেলা শাসককে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে বলেন। বন্যা প্রতিরোধ বাঁধের কাজের জন্য পুরসভাকে টাকা দেওয়া হচ্ছে না। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে বাঁধ তৈরী হবে বলে জানালেও তা শেষ করা হচ্ছে না বলে কমিশনাররা জেলা শাসককে অভিযোগ করেন। জেলাশাসক সামসেরগঞ্জ বিডিও-কে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন। তারা জেলাশাসককে জানান, অ্যান্টি সিপিএম বোর্ড বলে পুরসভাকে টাকা দেওয়া হচ্ছে না। এই প্রতিবেদক ধুলিয়ান শহরের মেন রোডের হাল (ভাঙাচোরা, সভ্যমানুষের চলাচলের অযোগ্য) দেখে তাড়াতাড়ি নতুন রাস্তা তৈরীর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণে অনুরোধ জানান।

নরককুণ্ড (২ পাতার পর)

হোক। এটা আমাদের লজ্জা। ষ্টেট বাসের বালুরঘাট নিবাসী কন্ডাক্টর যখন তার বালুরঘাটের সংগে তুলনা করছিলেন, তখন বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব করছিলাম। সব থেকেও এখানে কিছু নেই। আমি আশা রাখছি পৌরসভা এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেবেন এবং রঘুনাথগঞ্জ শহরকে আধুনিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ এক শহরে পরিণত করায় সচেষ্ট হবেন।

এনটিপিসির বিদ্যুৎ উৎপাদন শতকরা ৪৮ ভাগ বৃদ্ধি

নবারুণ পয়েন্টঃ বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে প্রথম সাতমাসে এনটিপিসি ষ্টেশনগুলি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ৩৩১৫০ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে। গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি শতকরা ৪৮ ভাগ বেশী।

অক্টোবর মাসে সারা দেশের এনটিপিসি ষ্টেশনগুলির মোটামুটি শতকরা ৭৮.৮৫ ভাগ উৎপাদন মাত্রা অর্জন করেছে। সিংরাউলি, কোরবা, রামগুন্ডাম, ফরাক্কা, রিহান্ড এবং বিন্ধ্যাচল এই ছয়টি কয়লা পরিচালিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির সংঘবদ্ধ দক্ষতার নিদর্শন হিসাবে এই উচ্চসীমা যথা ১০১২৫ মেগাওয়াট অর্জন করা বিশেষ দুরুহ। সিংরাউলি, বিন্ধ্যাচল ও রিহান্ড ষ্টেশনগুলির লোড ফ্যাক্টার শতকরা ৮০ ভাগেরও অধিক। রাজস্থানের আন্টায় এবং উত্তর প্রদেশের গাউরিয়ার গ্যাসচালিত কেন্দ্রগুলির লোড ফ্যাক্টার শতকরা ৯৫.৭৩ ভাগ পর্য্যন্ত।

সাক্ষরতা প্রসার সভা

সাগরদীঘিঃ স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি হলে গত ২৫ অক্টোবর সাক্ষরতা প্রসার সমিতির এক সভা হয়। সভায় জানানো হয় এই পঞ্চায়েত সমিতির এলাকায় ১৮ লক্ষ ৯৯ হাজার ৫ শো ৭৮ জন নিরক্ষর। ২৯৮ জন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সাক্ষরতা অভিযান চলবে। শিক্ষকদের মধ্যে ১৫ জনকে বেছে নিয়ে ট্রেনিং দেওয়া হবে। সভায় ১৫ জন প্রধানের মধ্যে ৩ জন উপস্থিত ছিলেন। জেলা পরিষদ সদস্য গিয়াসুদ্দিন মির্জা বলেন রঘুনাথগঞ্জ ১ নং ব্লকের সাগরদীঘি সাক্ষরতা প্রোজেক্ট অফিসার যাঁদের নিয়ে এতদিন কাজ করেছেন তাঁরা কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। তাই নতুন করে প্রচেষ্টা চালানো হবে। মহকুমা শাসক এস, সুরেশকুমার তার ভাষণে বলেন ভারতে সাক্ষরতার দিক দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার স্থান ৯০। তিনি বলেন ৫ থেকে ৯ বছরের ছেলেদের স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক করা হবে। ১০ থেকে ৫০ বছর এমনকি ৫০ উর্দ্ধে নিরক্ষরদের জন্য সাক্ষরতার অভিযান চালানো হবে। সিপিএমের পক্ষে জোনাল কমিটির সদস্য মোজাফফর হোসেন, সিপিআই পক্ষে সহকারী সভাপতি নিবারণচন্দ্র দাস এবং আরএসপি পক্ষে হায়াত আলী সভায় বক্তব্য রাখেন।

ট্রাকের তলায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা

জঙ্গিপুরঃ গত ৭ নভেম্বর সকালের দিকে স্থানীয় মহাবীরতলায় শ্যামাপ্রসাদ চ্যাটার্জী (৪২) নামে জনৈক ব্যক্তি ট্রাকের তলায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন বলে খবর। জানা যায় চলন্ত ট্রাকের তলায় ঝাঁপ দিয়ে তিনি মারাত্মক ভাবে আহত হন। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গীপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হলে, অবস্থা গুরুতর দেখে বহরমপুর পাঠানো হয়। পথে রতনপুরের কাছে বেলা আড়াইটা নাগাদ তিনি মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে জবানবন্দীতে তিনি তাঁর আত্মহত্যার চেষ্টা স্বীকার করেন ও ড্রাইভার নির্দোষ বলে যান। জানা যায় বেশ কিছুদিন ধরে শ্যামাপ্রসাদ মস্তিকের গোলমালে ভুগছিলেন।

যুবক সঙ্ঘ ব্যায়াম মন্দিরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১০ নভেম্বর স্থানীয় যুবক সংঘ ব্যায়াম মন্দির ও পাঠচক্রের পরিচালনায় শ্যামাচরণ প্রামাণিক মেমোরিয়াল রানিং রোড মার্চ ড্রীল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন এ্যাথলেটিক ক্লাবের ৪০০ জন ছেলেমেয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। রোড মার্চ প্রতিযোগিতায় বহরমপুর ইউনাইটেড ক্লাব প্রথম, কাশিমবাজার ভাটপাড়া দ্বিতীয়, বহরমপুর উমাসুন্দরী এ্যাথলেটিক ক্লাব তৃতীয় হয়। ড্রীলে বহরমপুর ইউনাইটেড ক্লাব প্রথম, বহরমপুর উৎসাহী সংঘ দ্বিতীয়, বহরমপুর উমাসুন্দরী অ্যাথলেটিক ক্লাব তৃতীয় হয়। শ্রেষ্ঠ দলপতি হিসাবে বহরমপুর ইউনাইটেড ক্লাব নির্বাচিত হয় এবং ঐ ক্লাবটি দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে।

মাল আটক (১ পাতার পর)

উল্লেখ্য, এই এলাকা দিয়ে সারারাত নৌকা বোঝাই হয়ে চোরাই সামগ্রী ওপারে চলে যায়। গঙ্গার ধারে বড় বড় কয়েকটি গুদামে মাল মজুত থাকে। সব সময় পুলিশ ডিউটি করলেও চোরাপাচারকারীদের ব্যবসা চালাতে অসুবিধা হয় না।

রাস্তার জন্য গ্রামবাসীদের দাবী

সাগরদীঘি ঃ এই ব্লকের মোরগ্রাম, বোখারা-১ এবং সাগরদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাইরাইল, কৈয়র, ভোলা, ধলসা, কুদোর, পানিয়া এবং ডাংরাইল গ্রামগুলির অধিবাসীরা দাবী করেন তাঁদের যাতায়াতের অসুবিধা দূর করতে একটা নির্দ্ধারিত রাস্তা নির্মাণ করা হোক। এই সমস্ত গ্রামে যোগাযোগের জন্য একটি রেকর্ডভুক্ত পথ আছে, কিন্তু তা অতি প্রাচীন হওয়ায় রীতিমত জরাজীর্ণ এবং বর্ষায় একেবারে কাদায় ভর্ত্তি হয়ে যাতায়াতের উপযুক্ত থাকে না। গ্রামবাসীদের দাবী এই রাস্তাটি সংস্কার করে এটিকে নাককাটিতলা এসএমজি আর রোডে যোগ করে দেওয়া হোক।

॥ বিশেষ সুযোগ ॥

বাজার অপেক্ষা কম দামে

আসল কাশ্মীরী শাল

১০% রিবেটে পাওয়া যাইবে

আসুন

সংগ্রহ করুন—

বিনীত—

মহাবীর বস্ত্রালয়

ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ

ফোন নং—আরজিজি-১০৭

আর্থিক পুনর্বাসনে আপনাদের সেবায় ঃ

শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ

গভঃ রেজিঃ নং—২১-৪৯৭২৫

রেজিঃ এবং হেড অফিস ঃ

দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থী—

এ, মুখার্জী

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা সকল গাড়ীর মালিক সমূহকে জানানো যাইতেছে যে, তাহারা যেন অতি অবশ্যই তাহাদের নিজ নিজ গাড়ীর পলিউশন আন্ডার কন্ট্রোল সার্টিফিকেট (PUC) ৩১/১/৯২ মধ্যে করে নেন। ১/২/৯২ তারিখ হইতে যে সমস্ত গাড়ী উপরোক্ত সার্টিফিকেট ব্যাতিরেকে ধরা পড়িবে, তাহাদের নিম্নলিখিত হারে জরিমানা দিতে হইবে। বর্তমানে এই জরিমানা ১৫০ টাকা সীমাবদ্ধ ছিল এবং উহা ৩১/১/৯১ পর্যন্ত চালু থাকিবে।

১। দ্বি-চক্রযান—৩০০ টাকা।
২। ত্রি-চক্রযান—৫০০ টাকা।
৩। অন্যান্য —৯০০ টাকা।

উপরোক্ত জরিমানা কোন ক্রমেই শিথিল করা হইবে না এবং ১৯০(২) ধারা অনুযায়ী জরিমানা করা হইবে।

স্বাক্ষর

রেজিষ্টারিং অথরিটি

মুর্শিদাবাদ

Memo No. 555 Inf. M/Advt Date 13.11.91

Centre for Career Development Courses

এখানে সুযোগ রয়েছে ঃ।

১। কমপিউটার ট্রেনিং, ২। স্পোকেন ইংলিশ,
৩। ব্যাঙ্কিং ও রেল ইত্যাদি পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং
৪। কমার্স শিক্ষার।

নতুন বছরের ভর্ত্তি চলছে। যোগাযোগ করুন ঃ

এস, এন, চ্যাটার্জী বি, পি, চ্যাটার্জী

পাকুড়তলা, পোঃ—রঘুনাথগঞ্জ, জেলা—মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন- ৭৪২২২৫) পন্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।